তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯

**ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বিশ্ব ব্যাংকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রাকটিস ম্যানেজার বৈজয়ন্তী টি দেশাই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ খাতের ডিজিটাল সংযুক্তিসহ অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল সংযুক্তির বিদ্যমান অগ্রগতি তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগে বাংলাদেশের গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যরা হলেন বিশ্বব্যাংকের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট জেরমি বেজনা এবং সুপর্ণা রায়।

#

শেফায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

**দূষণের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

দেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ‘বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২’ অনুসারে গঠিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ১ম সভা আজ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগের সচিব ও দপ্তর প্রধানসহ কমিটির ২৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নির্মাণ কার্যক্রমে সৃষ্ট বায়ুদূষণ, অবৈধ ইটভাটা, গাড়ির কালো ধোঁয়া বিশেষ করে বড় বড় নির্মাণ কার্যক্রমের দূষণের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাস্তায় পানি ছিটানোসহ রাস্তার ধুলাবালি পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পৌরবর্জ্য পোড়ানোর বিরুদ্ধে সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। না ঢেকে খোলা ট্রাকে যাতে মাটি, বালি, ময়লা পরিবহণ করতে না পারে সে বিষয়ে বিআরটিএ ও পুলিশ বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বায়ুমানের তারতম্য নির্ধারণে একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বায়ুদূষণকারী পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্লক ইটকে সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন ও দাখিল করতে হবে। সভায় সকল মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল সচিবকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হয়।

#

দীপংকর/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৭

**শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে এসওপি চূড়ান্ত**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি)

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে সালিশি কার্যক্রমের আদর্শ পদ্ধতি (এসওপি) এর চুড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি)।

আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এর সভাপতিত্বে টিসিসি এর ৭৩তম সভায় এই এসওপি অনুমোদন দেয়া হয়।

এ সময় সভাপতির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প মালিক-শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তিতে সরকার শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটা আদর্শ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এজন্য শ্রম মন্ত্রণালয় এসওপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এসওপি’র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রণীত এসওপি বাস্তবায়নে মালিক-শ্রমিক সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

  মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দীন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর মহাসচিব মোঃ ফারুক আহমেদ, বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি আ ন ম সাইফুদ্দিন, জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ আব্দুস সালাম খান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় শ্রমিক লীগের ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় বিষয়ক সম্পাদক মো. ফিরোজ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহম্মদ, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাকিল আখতার চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম এবং জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুল আহসানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং আইএলও এর প্রতিনিধি, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/২০০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬

সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যেতে হবে

-- এনামুল হক শামীম

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশ প্রেম ও সততা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের আরো বেশি মনোযোগী ও সৃজনশীল হতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে ক্রীড়াঙ্গনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফুটবল, দাবা, শুটিং, সাঁতার, গলফ ও আর্চারিতে দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিতভাবে ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষকতা, খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে খেলার টেকসই মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ অবদান রাখছেন।

আজ রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ডিআরএমসি গেমস এন্ড স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত ‘২য় ডিআরএমসি-বে ন্যাশনাল স্পোর্টস সিমুলেকরা-২০২৩’ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। তাই শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে। সে অনুযায়ী পড়াশোনা করতে হবে। এ প্রতিযোগিতা শুধু দেশের ভেতরেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ। আগামীতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বেই সমৃদ্ধিশালী স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত হবে আর সে সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকবে আজকের তরুণরা। তাই উন্নত বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তরুণদের গড়তে হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উৎসবের টাইটেল স্পন্সর বে গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার আখতার আজিজ ও কো-স্পন্সর প্রাইম ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট তানভীর আহমেদ মাহবুব। অন্যান্যের মধ্যে ক্লাবসমূহের প্রধান সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুন্নবী ও ডিআরএমসি গেমস এন্ড স্পোর্টস ক্লাবের মডারেটর প্রভাষক মোঃ ফারুক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চার দিনব্যাপী এই উৎসবে সমগ্র দেশের ৬৪টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফুটসাল, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, দাবা, ব্যাডমিন্টন, আর্ম রেসলিং, অলিম্পিয়াড, টিম কুইজ ও ফ্রি স্টাইল প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

#

গিয়াস/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে এগিয়ে আসতে হবে**

-**মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি )

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সরকার নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে আজ বিশ্বে রোল মডেল।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সভাকক্ষ থেকে অনলাইনে ময়মনসিংহ এবং রাজশাহীর শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন।

পৃথক দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস ও রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরউল্লাহ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক ও বাল্য বিয়ে রোধে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সহিংসতা এবং বাল্য বিয়ে রোধে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল বলেন, নারীরা তথ্য প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছে। স্মার্ট সমাজ নির্মাণে নারীকে পুরুষের সমান জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঢাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত থেকে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার নিকট থেকে সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় রাজশাহী জেলার মর্জিনা পারভীন এবং শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ময়মনসিংহ জেলার মোছাঃ আমেনা বেগম চম্পা সম্মাননা স্মারক, নগদ অর্থ ও সনদ গ্রহণ করেন। রাজশাহী বিভাগের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতা হলেন-অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে পাবনা জেলার কেয়া ইসলাম, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী রাজশাহী জেলার সাঈদা আঞ্জুম, সফল জননী ক্যাটাগরিতে পাবনা জেলার মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা জয়পুরহাট জেলার মোছাঃ মৌসুমি আক্তার এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় রাজশাহী জেলার মর্জিনা পারভীন।

ময়মনসিংহ বিভাগের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতা হলেন-অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী ক্যাটাগরিতে জামালপুর জেলার দেলুয়ারা বেগম, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ময়মনসিংহ জেলার মোছাঃ আমেনা বেগম চম্পা, সফল জননী ক্যাটাগরিতে জামালপুর জেলার সুলতানা রাজিয়া, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা শেরপুর জেলার আবিদা সুলতানা আল্পনা এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় ময়মনসিংহ জেলার তনু হিজড়া।

#

আলমগীর/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৪

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি )

চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আলহাজ্ব এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদারের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ বাদ আছর ঢাকায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের মিন্টো রোডের বাসভবনে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি একই সময়ে মরহুমের শহর চট্টগ্রামের মৌসুমী এলাকার আলিফ মিম জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং জামে মসজিদ এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় মরহুমের গ্রামের বাড়ি ও গোচরা চৌমুহনী জামে মসজিদে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল হয়।

পরিবারের সদস্যদের সাথে এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার স্মৃতি সংসদ ও চট্টগ্রামস্থ রাঙ্গুনিয়া সমিতির সদস্যরা দোয়ায় অংশ নেন এবং মরহুমের আত্মার শান্তি ও তার সততা এবং দেশপ্রেমের আদর্শ সকলের মধ্যে সঞ্চারের জন্য প্রার্থনা করেন।

আইনপেশায় একনিষ্ঠতার পাশাপাশি সমাজ সেবার মানসে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাকারী ও শিক্ষক হিসেবে নুরুচ্ছফা তালুকদার তার সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছেন।

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ২৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৩ হাজার ৪৩৪ জন।

**#**

কবীর/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০২

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি গড়ে তুলতে হবে

---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। কৃষি প্রযুক্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষি আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে।

আজ রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া ও লিমরা ট্রেড ফেয়ার এন্ড এক্সিবিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ১১তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কৃষি হলো আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা হলে কৃষকরা আধুনিক চাষাবাদে অভ্যস্ত হতে পারবে। কৃষি যান্ত্রকীকরণ ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় কৃষিকে সমৃদ্ধ করবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সময় থেকে আমাদের যে উন্নয়ন তাতে কৃষির অবদান অনেক বেশি। দেশের সংকটকালীন অবস্থায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে ৷

১১তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক খলিল আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লিমরা ট্রেড লিমিটেড এন্ড এক্সিবিশনের প্রধান নির্বাহী কাজী সানোয়ার উদ্দিন।

#

রুবেল/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০১

**সাফ মহিলা চ‌্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ স্মরণীয় করে**

**রাখতে ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি )

সাফ মহিলা চ‌্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ঐতিহাসিক জয় দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের কৃতিত্বের এক অবিস্মরণীয় অধ‌্যায়। এই সাফল‌্যকে স্মরণীয় করে রাখতে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড প্রকাশ করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দশ টাকা মূল‌্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ১০ টাকা মূল‌্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ৫ টাকা মূল‌্যমানের ডাটা কার্ড প্রকাশ করেন।

এ সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের  এ অসামান‌্য অর্জন এবং বিস্ময়কর ক্রীড়ানৈপুণ‌্য সমগ্র জাতিকে সম্মানিত করেছে।  আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে  আগামী দিনগুলোতে বড় সাফল‌্য অর্জনে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের  এ অর্জন দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে অনুপ্রাণিত করবে বলে মন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সে দিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের কাছে এটি এক ঐতিহাসিক সূচনা বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এমন জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪০০

**সার, বীজের দাম বাড়ানো হবে না**

**--কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি)

কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশে সার, বীজসহ কৃষি উপকরণের কোনোরকম দাম বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের পলিসি হলো যেকোনো মূল্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি  করা ও খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করা। সেজন্য, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার এই সময়ে যত কষ্টই হোক সরকার বীজ, সারসহ কৃষি উপকরণের দাম বাড়াবে না। অন্যান্য খাতে যে পলিসিই নেয়া হোক না কেন, কৃষিখাতে বিশাল ভর্তুকি প্রদানসহ সকল সহযোগিতামূলক নীতি অব্যাহত থাকবে। কৃষি উৎপাদন টেকসই করতে যা যা করা দরকার, তা অব্যাহত থাকবে।

আজ ঢাকার অদূরে সাভারের ব্র্যাক সিডিএম মিলনায়তনে সার্কভুক্ত দেশসমূহে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন নেটওয়ার্ক (বায়েন) ও ভারতের পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ সোসাইটি (প্রাডিস) যৌথভাবে তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

এ সময় আমন মৌসুমে বাম্পার ফলন হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হবে না, ইনশাল্লাহ এ গ্যারান্টি দিতে পারি। ফসলের গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে ফলনের মধ্যে বিরাট গ্যাপ রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নতুন উদ্ভাবিত জাত যেটি গবেষণা পর্যায়ে বিঘাতে ৮ মণ উৎপাদন হয়, সেটি সম্প্রসারণের পর কৃষক পর্যায়ে দেখা যায় উৎপাদন হয় বিঘাতে ৩-৪ মণ। এটি কেন হবে, এই বিশাল গ্যাপ কমিয়ে আনতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি খুবই ধীরে সম্প্রসারণ বা কৃষকের নিকট পৌঁছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ধান, সরিষাসহ অনেক ফসলের অনেকগুলো উন্নত উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। এদের মধ্যে লবণসহিষ্ণু জাতও রয়েছে। কিন্তু এগুলো মাঠে কৃষকের নিকট যাচ্ছে খুবই দেরিতে। এতো দেরিতে মাঠে যাওয়ার কারণ কী, তা সম্প্রসারণকর্মীদের খুঁজে বের করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রাডিসের সিনিয়র এডভাইজর ভিভি সাডামাতে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধি দানিয়েল গুস্তাফসন, বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট সিম্পসন, বায়েনের সভাপতি হামিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সেকান্দর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন ভূইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

#

কামরুল/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৩৯৯

**রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়ার কাব্যগ্রন্হ প্রকাশিত**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি)

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়ার কবিতার বই ‘মৌনতার কোলাহল’ প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বইটি প্রকাশ করেছে প্রকাশনী সংস্থা অন্যপ্রকাশ। বইটিতে বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, প্রেম বিরহ, করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৭০টি কবিতা রয়েছে।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বইটির লেখক সম্পদ বড়ুয়া, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান, অন্যপ্রকাশ এর প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম এবং পরিচালক আব্দুল্লাহ নাসের উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৬১২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭

**জলাভূমি রক্ষা ও পুনরুদ্ধারে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করছে**

**--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার জলাভূমির জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং অবৈধভাবে দখলকৃত জলাশয় উদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করছে। যাতে জলাভূমি ধ্বংস না হয় কিংবা কেউ দখল না করতে পারে সেজন্য সরকারের পাশাপাশি সকলকে সোচ্চার হতে হবে। মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী জলাভূমি রক্ষায় আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে “সময়ের অঙ্গীকার, জলাভূমি পুনরুদ্ধার” প্রতিপাদ্যে বিশ্ব জলাভূমি দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ প্রমুখ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু এবং আইইউসিএন এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রাকিবুল আমীন। বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্ট্যাডিজ এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. মোখলেছুর রহমান এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ।

মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপের জন্য বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পাশাপাশি এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জলাভূমি সংরক্ষণের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। মন্ত্রী বলেন, হাওড় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। হাওর ও জলভূমির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলাভূমিসহ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় দেশের ১৩ টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জলাভূমিসমৃদ্ধ বিভিন্ন এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত রামসার কনভেশন কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২টি রামসার সাইট আছে, একটি সুন্দরবন, অপরটি টাঙ্গুয়ার হাওর। এছাড়া পাখিসহ জীববৈচিত্র্যের সমাহার হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের ৩য় রামসার সাইট ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে। জলাভূমির সমাহার রামসার সাইট ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবন রক্ষায় সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সকলে মিলে কাজ করলে আমাদের পরমবন্ধু পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাওড় সহ সকল প্রকার জলাশয় রক্ষা পাবে, আমরাও ভালো থাকবো।

#

দীপংকর/সিরাজ/রাহাত/আব্বাস/২০২৩/১৭০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬

**কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর ভেঙে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই তা পরিস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনো আছে।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালের নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নেই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরনের কথাবার্তা বলছে।’

**উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা**

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি, সুতরাং সেখানে উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরের কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

**‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন**

এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম ভিত্তি স্মার্ট গভর্নমেন্ট**

**-সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি )

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে কাজ করতে হবে। নির্বিঘ্নে সেবা নিশ্চিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে ৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

মন্ত্রী বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচিগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করলে দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে। দেশের উন্নয়নে পরিচালিত প্রতিটি কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে স্মার্ট গভর্নমেন্ট। কর্মকর্তাদেরকে এই ধারনার সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে কর্মস্থলে গিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

পরে মন্ত্রী কৃতী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন।

#

জাকির/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/কলি/মাসুম/২০২৩/ ১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪

**বিজিবি’র অভিযানে জানুয়ারি- মাসে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানুয়ারি-২০২৩ মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে সর্বমোট ১৩০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

জব্দকৃত মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ২৬৮পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩ কেজি ১৬৯ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৮ কেজি ৮৩২ গ্রাম হেরোইন, ১৪ হাজার ৬১৭ বোতল ফেনসিডিল, ২২ হাজার ৭২৮ বোতল বিদেশি মদ, ৫ হাজার ২২৯ ক্যান বিয়ার, ১৩৩ লিটার বাংলা মদ, ২ হাজার ৫০১ কেজি গাঁজা, ১ লাখ ৯৩ হাজার ২৪১ প্যাকেট বিড়ি ও সিগারেট, ১৯ হাজার ২৮৯টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন, ১০ হাজার ৯৪৭টি ইস্কাফ সিরাপ, ৯০৫ বোতল এমকেডিল/কফিডিল, ৬ লাখ ৮৬ হাজার ৫৩৪ পিস বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, ৩৫ হাজার ৩৩০টি অ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ১০ লাখ ৮৮ হাজার ৫৯টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে  ৩১ কেজি ৬২৮ গ্রাম স্বর্ণ, ৬ কেজি ০৬১ গ্রাম রূপা, ১ লাখ ৬২ হাজার ১০৯টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ২২ হাজার ৫১০টি ইমিটেশন গহনা, ১০ হাজার ৭৮৯টি শাড়ী, ৫ হাজার ৭৬৩টি থ্রিপিস/শার্টপিস/চাদর/কম্বল, ২ হাজার ৭১২টি তৈরী পোষাক, ৩ হাজার ৩৮৬ ঘনফুট কাঠ, ৩ হাজার ৯৪২ কেজি চা পাতা, ৮৬ হাজার ৭১৪ কেজি কয়লা, ২টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ৪৭ কেজি কচ্ছপের শুটকি,  ১ হাজার ৯৫০ কেজি কারেন্ট জাল, ১ হাজার ০৭৪ কেজি কীটনাশক, ৭টি ট্রাক/কাভার্ডভ্যান, ১৩টি পিকআপ, ৭টি প্রাইভেটকার, ২০টি সিএনজি/ইজিবাইক এবং ৭৯টি মোটরসাইকেল।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ২টি পিস্তল, ২২টি বিভিন্ন প্রকার গান, ২টি ম্যাগাজিন, ১টি মর্টার শেল, ১টি ৬০ মি: মি: মর্টারের গোলা এবং ১৩০ রাউন্ড গুলি।

  এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৮ জন চোরাচালানকারীকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৫২ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও ৭ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরিফুল/মেহেদী/সাঈদা/কলি/ইমা/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩

**নজরুল উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ মাঘ (২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩ ফেব্রুয়ারি ‘নজরুল উৎসব’উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আগামী ০৩-০৪ ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী ‘নজরুল উৎসব'-এর আয়োজন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে বাঙালিদের আত্মপরিচয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি দখলদারদের থেকে মুক্তির সংগ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের তেজোদীপ্ত কবিতা, গান ও সাহিত্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পথ নির্দেশ করেছে। তাঁর কালজয়ী সাহিত্যসম্ভার নবীন প্রজন্মকেও দেশপ্রেমের গভীর মন্ত্রে দীক্ষিত করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাগরণের কবি নজরুল ইসলামের দর্শন দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয়, তিনি কবি রচিত 'চল্‌ চল্ চল্‌, ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল' গানটিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণসঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করেন, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ২৫ মে কবির ৭৩তম জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে ২৪ মে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে এসে নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় কবিকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি হলে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এরই মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী খুনিচক্র '৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। কবিও হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

আমাদের জাতীয় কবির কণ্ঠস্বর '৪০-এর দশকেই চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে ততদিনে তিনি আমাদের জন্য রেখে যান অজস্র গান, কবিতা ও নানান অগ্নিঝরা রচনার অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার। নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল বাঙালি মিলেমিশে সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সাম্যবাদের কবি। সেটাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ'-এর ভিত্তি। আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা কুমিল্লায় একটি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বরাদ্দকৃত কবি ভবনে প্রতিষ্ঠিত কবি নজরুল ইনষ্টিটিউটের জন্য ২টি বেজমেন্টসহ ৯তলা নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আমরা যে ‘জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছি- তাও প্রথম উঠে এসেছিল আমাদের জাতীয় কবির প্রবন্ধে ও কবিতায়। আজ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেউই আমাদের মাঝে নেই। রয়ে গেছে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন। আমরা সেটাকে বাস্তবে পরিণত করবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করলেই তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হবে।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি নজরুল উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাগণ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টি শুদ্ধরূপে ধারণ, রক্ষণ ও পরবর্তী প্রজন্মকে এই অমূল্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। আমি নিশ্চিত যে আমাদের জাতীয় কবির গভীর মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণ বিরোধী সোচ্চার কণ্ঠস্বর আমাদের আত্মমর্যাদাশীল ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে অনুপ্রেরণা যোগাবে ।

আমি ‘নজরুল উৎসব' আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য   
কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/মেহেদী/সাঈদা/কলি/ইমা/২০২৩/ ১০১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ